বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন সংস্কারের পথ নির্দেশিকা ২০২৫-২৬

পাইলট উদ্যোগ: গ্রামীণ রাস্তার ইউনিক আইডি প্রদান

Reform Initiative Ownership (RIO)

A Co-creation of 118th Senior Staff Course

Bangladesh Public Administration Training Centre

Managing Knowledge for Improved Performance

সবিনয় নিবেদন

স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে পরিকল্পনা কমিশন দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সময়ের পরিক্রমায় দেশের উন্নয়ন দর্শন, লক্ষ্য ও কৌশলের পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে কমিশনের কাঠামো ও কার্যপ্রণালীতে পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় জনগণের অংশগ্রহণ, টেকসই উন্নয়ন এবং উদ্ভাবনী ধারণার প্রয়োগ নিশ্চিত করে পরিকল্পনা কমিশনকে আরও গতিশীল ও জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংস্কারের কাজে মনোনিবেশ করেছে। সমস্ত স্তরের স্টেকহোল্ডারদের মতামত গ্রহণ করে পাওয়া সুপারিশের ভিত্তিতে "পরিকল্পনা কমিশনের কাঠামোগত সংস্কার নির্দেশিকা ২০২৫-২৬" প্রণয়ন করা হয়েছে।

সকল পর্যায়ের অংশীজনদের সাথে মিথষ্ক্রিয়া ও মতবিনিময় করে প্রাপ্ত বহুমাত্রিক সংস্কার প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করে ১১৮তম সিনিয়র স্টাফ কোর্সের অন্যতম Artifact হিসেবে নিজ দপ্তরের সংস্কার উদ্যোগকে এক জায়গায় কোডিফিকেশন করা হয়েছে (মডিউল ৬)। এছাড়াও পাইলটিং হিসেবে আগামী তিন মাসে বাস্তবায়নযোগ্য একটি উদ্যোগের কর্ম-পরিকল্পনা ডিজাইন করা হয়েছে (মডিউল ৭)।

এ কর্মপ্রয়াস ১১৮তম সিনিয়র স্টাফ কোর্সের Knowledge - Skills - Attitude (KSA) থিমের অধীনে গৃহীত নানামুখী উদ্ভাবনী প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্জিত একটি ফসল (output)। সময়াবদ্ধ সংস্কারের এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

বিনীত

মোছা: মাজেদা ইয়াসমীন
যুগ্মপ্রধান (যুগ্মসচিব), কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ,
পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলানগর, ঢাকা
প্রশিক্ষণার্থী, ১১৮ তম সিনিয়র স্টাফ কোর্স, বিপিএটিসি

পার্ট ১ :
সংস্কারের কৌশলগত লক্ষ্যসমূহ
- প্রেক্ষাপট
- বর্তমান অভ্যন্তরীণ চিত্র
- বর্তমান বাহ্যিক চিত্র

পার্ট ২ :
সংস্কার উদ্যোগসমূহ
- প্র্যাক্টিস রিফর্ম
- প্রসেস রিফর্ম
- স্ট্রাকচারাল রিফর্ম
- পলিসি রিফর্ম

পার্ট ৩ :
একটি সংস্কার উদ্যোগ বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা
- কোথায়, কখন, কীভাবে বাস্তবায়িত হবে
- উদ্যোগটি টেকসইকরণের কৌশল

পরিকল্পনা কমিশন গঠনের প্রেক্ষাপট:

পরিকল্পনা কমিশন গঠনের উদ্দেশ্য:

বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে, অর্থনৈতিক সম্পদের সুষম ব্যবহার, সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতিমালা নির্ধারণ এবং দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হয়।

মূল উদ্দেশ্যগুলো:

- অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের পরিকল্পনা প্রণয়ন
- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (ADP) প্রস্তুতকরণ ও তদারকি
- জাতীয় বাজেট পরিকল্পনায় সহায়তা
- বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন (IMED এর মাধ্যমে)
- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) বাস্তবায়নে নির্দেশনা

বর্তমান চিত্র:

বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন দেশের জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, মূল্যায়ন ও বাস্তবায়ন তদারকিতে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করছে। বর্তমান কমিশন পাঁচ বছর মেয়াদি পরিকল্পনা (পরিকল্পনা পর্ব) এবং দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন রূপরেখা বাস্তবায়নের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে কাজ করছে। এতে সাধারণ অর্থনীতি, জনসংখ্যা, শিক্ষা, পরিবেশ, অবকাঠামোসহ বিভিন্ন খাতে তথ্যভিত্তিক ও অংশগ্রহণমূলক নীতি গ্রহণ করা হচ্ছে। কমিশন এখন উন্নয়ন প্রশাসনকে অধিকতর গতিশীল, উদ্ভাবনী ও সমন্বিত করতে ডিজিটাল প্রযুক্তি, গবেষণা এবং প্রমাণভিত্তিক নীতি গ্রহণে গুরুত্ব দিচ্ছে।

এই কমিশনের আওতাধীন রয়েছে ছয়টি বিভাগ:

(ক) সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (খ) কার্যক্রম বিভাগ (গ) ভৌত অবকাঠামো বিভাগ (ঘ) কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ (ঙ) আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ (চ) শিল্প ও শক্তি বিভাগ। অধিকন্তু, পরিকল্পনা কার্যক্রমে বেসরকারি খাত, উন্নয়ন সহযোগী এবং নাগরিক সমাজের অংশগ্রহণ ক্রমশ বাড়ানো হচ্ছে, যা দেশের সমন্বিত উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে শক্তিশালী করছে।

SWOT Analysis:

বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের শক্তি হলো এর দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়নের সক্ষমতা, দক্ষ জনবল ও জাতীয় উন্নয়নে নেতৃত্বদান। দুর্বলতার মধ্যে রয়েছে বাস্তবায়ন পর্যায়ে মন্ত্রণালয়গুলোর সঙ্গে সমন্বয় ঘাটতি, প্রকল্প মূল্যায়ন কাঠামোর দুর্বলতা ও ডেটা ব্যবস্থাপনায় সীমাবদ্ধতা। সুযোগের মধ্যে রয়েছে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারে সক্ষমতা বৃদ্ধি, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) বাস্তবায়নে বৈশ্বিক সহায়তা ও বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ। তবে চ্যালেঞ্জ রয়েছে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, আইনগত অসামঞ্জস্য এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক ও জলবায়ু ঝুঁকিতে অভিযোজন। এই প্রেক্ষাপটে পরিকল্পনা কমিশনের প্রয়োজন কার্যকর সংস্কার ও সক্ষমতা বৃদ্ধির কৌশল।

১. প্র্যাকটিস রিফর্ম (Practice Reform)

১.১ পরিকল্পনা প্রণয়নে ডাটা-ভিত্তিক সিদ্ধান্ত

প্রেক্ষাপট:

পূর্বে পরিকল্পনা প্রণয়নে সীমিত মানের ম্যাপিং, জরিপ ও অনুমানের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হতো, যা প্রায়ই বাস্তব চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকত না। নির্ভুল ও হালনাগাদ তথ্যের ঘাটতির কারণে উন্নয়ন প্রকল্পে অদক্ষতা ও অপচয় বৃদ্ধি পেত।

উদ্দেশ্য:

নির্ভুল ও আপডেটেড ডাটার ভিত্তিতে উন্নয়ন প্রকল্প নির্ধারণ, অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও ফলাফল মূল্যায়ন প্রক্রিয়া কার্যকর করা।

প্রভাব:

ডাটা-ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে উন্নয়ন প্রকল্পের মান, গতি ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে এবং সম্পদের অপচয় উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে।

সহযোগী সংস্থা:

পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং আইসিটি সেল পরিকল্পনা বিভাগ।

পাইলটিং:

খাদ্য ও সার মনিটরিং অনুবিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন।

মূল্যায়ন:

প্রকল্প অনুমোদনে ডাটা সোর্স উল্লেখ ও ডাটাবেজ ব্যবহারের হার ৮০% হওয়া।

মূল দায়িত্ব: অতিরিক্ত সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ।

সময়সীমা : অক্টোবর ২০২৫- অক্টোবর ২০২৬

১.২ প্রকল্প মূল্যায়নে স্বচ্ছতা ও অংশগ্রহণ

প্রেক্ষাপট:

পূর্বে প্রকল্প মূল্যায়ন সীমিত পরিসরে ও কেবল অভ্যন্তরীণভাবে সম্পন্ন হতো। সাধারণ জনগণ, স্থানীয় প্রশাসন বা অন্যান্য অংশীজনরা এই প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত থাকতেন না। ফলে মূল্যায়ন প্রক্রিয়া প্রায়ই একপাক্ষিক হতো এবং মাঠপর্যায়ের বাস্তব চিত্র প্রতিফলিত করত না।

উদ্দেশ্য:

প্রকল্প মূল্যায়নে সকল অংশীজনের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করা।

প্রভাব:

অংশগ্রহণমূলক মূল্যায়নের মাধ্যমে সঠিক তথ্যপ্রাপ্তি, প্রকল্পের কার্যকারিতা বৃদ্ধি এবং জনআস্থা দৃঢ় হবে।

সহযোগী সংস্থা:

পরিকল্পনা অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ এবং পরিকল্পনা কমিশন।

পাইলটিং:

পরিকল্পনা কমিশন।

মূল্যায়ন:

মূল্যায়নে স্টেকহোল্ডার অংশগ্রহণের হার ৭০%।

মূল দায়িত্ব: আইএমইডি

সময়সীমা: অক্টোবর ২০২৫- অক্টোবর ২০২৬

১.৩ ই-ডকুমেন্টেশন ও ডিজিটাল আর্কাইভ

প্রেক্ষাপট:

পরিকল্পনা কমিশনের বিভিন্ন নথি, নীতি ও গবেষণার কাগজপত্র ম্যানুয়াল সংরক্ষণে হারিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি ছিল বেশি। তথ্য অনুসন্ধান ও অ্যাক্সেসে বিলম্ব হতো এবং অতীতের রেফারেন্স দ্রুত পাওয়া যেত না। এর ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া প্রভাবিত হতো।

উদ্দেশ্য:

সব নথি ও ডাটাকে নিরাপদ ডিজিটাল আর্কাইভে সংরক্ষণ করে সহজ অ্যাক্সেস ও দীর্ঘমেয়াদি সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

প্রভাব:

ডিজিটাল আর্কাইভের মাধ্যমে তথ্যপ্রাপ্তি দ্রুত হবে, সংরক্ষিত তথ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে এবং গবেষণা ও পরিকল্পনায় দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।

সহযোগী সংস্থা:

এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ।

পাইলটিং:

পরিকল্পনা কমিশন।

মূল্যায়ন:

স্ক্যান ও ডিজিটাল সংরক্ষিত ফাইলের পরিমাণ এবং ব্যবহারকারী সন্তুষ্টি জরিপ।

মূল দায়িত্ব: পরিকল্পনা বিভাগ

সময়সীমা : অক্টোবর ২০২৫- অক্টোবর ২০২৬

১.৪ রিসার্চ-ভিত্তিক নীতি গ্রহণ

প্রেক্ষাপট:

নীতিনির্ধারণে প্রায়শই মাঠপর্যায়ের গবেষণা উপেক্ষিত হয়, ফলে বাস্তব প্রয়োজন ও প্রয়োগের মধ্যে ফারাক সৃষ্টি হয়। বিদ্যমান নীতিমালা অধিকাংশ সময় আন্তর্জাতিক দৃষ্টান্ত বা পূর্ব অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল হওয়ায় দেশীয় প্রেক্ষাপট উপযুক্তভাবে প্রতিফলিত হয় না। এজন্য প্রমাণভিত্তিক নীতি প্রণয়ন নিশ্চিত করা জরুরি।

উদ্দেশ্য:

মাঠপর্যায়ের প্রমাণ, পরিসংখ্যান ও গবেষণা ফলাফলের ভিত্তিতে এমন নীতি প্রণয়ন করা যা দেশের বাস্তব পরিস্থিতি, চাহিদা এবং ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জকে প্রতিফলিত করে এবং উন্নয়ন কার্যক্রমকে আরও টেকসই ও কার্যকর করে তোলে।

প্রভাব:

নীতিমালার মান ও প্রাসঙ্গিকতা বৃদ্ধি পাবে, সিদ্ধান্ত গ্রহণে নির্ভুলতা বাড়বে, উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ সময় ও সম্পদ সাশ্রয় করে বাস্তবায়িত হবে, এবং জনগণের আস্থা ও অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে।

সহযোগী সংস্থা:

সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা অনুষদ, পরিকল্পনা বিভাগ।

পাইলটিং:

পরিকল্পনা কমিশন।

মূল্যায়ন:

গবেষণা সংযুক্ত প্রকল্প অনুমোদনের হার ৫০%।

মূল দায়িত্ব: বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)

সময়সীমা: অক্টোবর ২০২৫- অক্টোবর ২০২৬

২. প্রসেস রিফর্ম (Process Reform)

২.১ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (ADP) অনুমোদন প্রক্রিয়ার স্বয়ংক্রিয়তা

প্রেক্ষাপট:

বর্তমানে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (ADP) অনুমোদন প্রক্রিয়াটি দীর্ঘ বহুধাপে বিভক্ত এবং ম্যানুয়ালি করা হয়। ফলে উন্নয়ন কার্যক্রমের গতি ব্যাহত হয়। পরিকল্পনা কমিশন ও অর্থ বিভাগের ব্যবহৃত সফটওয়্যার একিভুত করলে এডিপি অনুমোদন প্রক্রিয়া সংক্ষিপ্ত হবে এবং স্বয়ংক্রিয়তা নিশ্চিত হবে।

উদ্দেশ্য:

ADP অনুমোদন প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ সরলীকরণ ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে স্থানান্তরের মাধ্যমে সময়, সম্পদ ও প্রশাসনিক জটিলতা হ্রাস করে উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর দ্রুত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

প্রভাব:

প্রকল্প অনুমোদন সময় অর্ধেকে নেমে আসবে, পরিকল্পনা বাস্তবায়নে গতি বৃদ্ধি পাবে, প্রকল্প ব্যয়ের দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত হবে, এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির লক্ষ্যমাত্রা সময়মতো অর্জিত হবে।

সহযোগী সংস্থা:

অর্থ বিভাগ।

মূল্যায়ন:

অনলাইনে অনুমোদিত ADP প্রকল্পের শতকরা হার।

মূল দায়িত্ব: কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন

সময়সীমা : অক্টোবর ২০২৫- ডিসেম্বর ২০২৫

২.২ ফলাফল ভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া চালু

প্রেক্ষাপট:

বর্তমান উন্নয়ন পরিকল্পনা ও প্রকল্প প্রণয়ন অনেক সময় কার্যক্রম (activity)-ভিত্তিক হয়, ফলে চূড়ান্ত লক্ষ্য বা ফলাফল (outcome/impact) মূল্যায়ন কঠিন হয়। ফলাফল নির্ভরতা না থাকায় বাজেট ব্যয় হলেও কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন অর্জিত হয় না।

উদ্দেশ্য:

উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে Outcome ও Impact নির্ভর কাঠামো প্রবর্তন করে প্রকল্পের কার্যকারিতা বৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

প্রভাব:

ফলাফলভিত্তিক পরিকল্পনার ফলে প্রকল্পের গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে, সম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত হবে এবং উন্নয়নের স্থায়িত্ব বাড়বে।

সহযোগী সংস্থা:

খাদ্য ও সার মনিটরিং অনুবিভাগ পরিকল্পনা কমিশন এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর।

পাইলটিং:

এইচবিবি প্রকল্প, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর।

মূল্যায়ন:

Outcome ভিত্তিক পরিকল্পনার সংখ্যা, Result framework অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পের শতকরা হার এবং নির্ধারিত সুচক পূরণের সাফল্যের হার।

মূল দায়িত্ব: প্রধান, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ।

সময়সীমা : অক্টোবর ২০২৫-মার্চ ২০২৬

২.৩ অনলাইন মনিটরিং ও মূল্যায়ন প্ল্যাটফর্ম আপগ্রেড

প্রেক্ষাপট:

বর্তমানে অধিকাংশ উন্নয়ন প্রকল্পের মনিটরিং ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে হয়, যা সময়সাপেক্ষ ও তথ্যের হালনাগাদ ঘাটতি তৈরি করে। অনলাইন মনিটরিং সিস্টেম না থাকায় দ্রুত অগ্রগতি মূল্যায়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমস্যা হয়। ডিজিটাল মনিটরিং প্ল্যাটফর্ম চালুর মাধ্যমে স্বচ্ছতা, দক্ষতা এবং তাৎক্ষণিক তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করা সম্ভব।

উদ্দেশ্য:

সমস্ত উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য অনলাইন ভিত্তিক মনিটরিং ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা চালু করে দ্রুত, স্বচ্ছ ও তথ্যনির্ভর সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিশ্চিত করা।

প্রভাব:

প্রকল্পের অগ্রগতি রিয়েল-টাইমে দেখা যাবে, তথ্য স্বচ্ছ হবে, সিদ্ধান্ত দ্রুত হবে এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় উভয়ই সাশ্রয় হবে।

সহযোগী সংস্থা:

IMED ও পরিকল্পনা অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ।

পাইলটিং:

পরিকল্পনা কমিশন।

মূল্যায়ন:

পোর্টালের ব্যবহার ও তথ্য আপডেট হার।

মূল দায়িত্ব: এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ

সময়সীমা : অক্টোবর ২০২৫-ডিসেম্বর ২০২৫

২.৪ সক্ষমতা ভিত্তিক পদায়ন প্রক্রিয়া প্রবর্তন

প্রেক্ষাপট:

বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনে অনেক সময় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদায়ন অভিজ্ঞতা, দক্ষতা বা বিশেষায়িত জ্ঞানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না। এর ফলে কাজের গুণগত মান ও দক্ষতা কমে যায়। দক্ষতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে পদায়ন করলে উৎপাদনশীলতা ও পেশাগত মান বৃদ্ধি পায়।

উদ্দেশ্য:

যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সমন্বয়ে সঠিক ব্যক্তি সঠিক পদে পদায়ন নিশ্চিত করা, যাতে কর্মদক্ষতা ও পরিকল্পনা বাস্তবায়ন গতি পায়।

প্রভাব:

মানসম্মত জনবল ব্যবস্থাপনা, দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, উচ্চমানের নীতি বিশ্লেষণ ও প্রকল্প পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়তা করবে এবং সামগ্রিক প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।

সহযোগী সংস্থা:

পরিকল্পনা কমিশন।

পাইলটিং:

পরিকল্পনা বিভাগ ও কমিশন।

মূল্যায়ন:

দক্ষতা ভিত্তিক পদায়নের শতকরা হার, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মকর্তার সংখ্যা এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন সাফল্য ও দেরির তুলনামূলক বিশ্লেষণ।

মূল দায়িত্ব: পরিকল্পনা বিভাগ

সময়সীমা : অক্টোবর ২০২৫-ডিসেম্বর ২০২৫

৩. স্ট্রাকচারাল রিফর্ম (Structural Reform)

৩.১ বিশেষায়িত প্রজেক্ট ডিরেক্টর (PD) পুল গঠন ও প্রশিক্ষণ

প্রেক্ষাপট:

বর্তমানে অধিকাংশ উন্নয়ন প্রকল্পে প্রজেক্ট ডিরেক্টর (PD) পদে নিয়োগ হয় প্রশাসনিক বিবেচনায়, যাদের অনেকের প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, আর্থিক ও কারিগরি দক্ষতা থাকে না। এর ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব, বাজেট অতিব্যয় ও গুণগত ত্রুটি দেখা যায়। তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রদায়ন করলে প্রকল্প বাস্তবায়ন সহজতর এবং বাস্তবায়নে বিলম্ব দূরীকরণ সম্ভব হবে।

উদ্দেশ্য:

প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় দক্ষ, প্রশিক্ষিত এবং বিষয়ে অভিজ্ঞ কর্মকর্তাদের নিয়ে একটি "বিশেষায়িত প্রজেক্ট ডিরেক্টর পুল" গঠন করা।

প্রভাব:

সঠিক নেতৃত্বের মাধ্যমে উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর সময়মত ও মানসম্পন্ন বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।

সহযোগী সংস্থা:

বিপিএটিসি

পাইলটিং:

সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ।

মূল্যায়ন:

পুলভুক্ত প্রশিক্ষিত PD-র সংখ্যা, এই পুল থেকে নিযুক্ত প্রকল্পে বাস্তবায়ন সাফল্যের হার এবং সময় ও ব্যয় সাশ্রয়ের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হবে।

মূল দায়িত্ব: জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন

৩.২ জেলা পরিকল্পনা সেল গঠন

প্রেক্ষাপট:

বর্তমানে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন মূলত কেন্দ্রীয় পর্যায়ে হয়ে থাকে। স্থানীয় বাস্তবতা, চাহিদা ও জনগণের অংশগ্রহণ যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয় না। জেলা পর্যায়ে পরিকল্পনা ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় স্থায়ী ও দক্ষ কাঠামো অনুপস্থিত।

উদ্দেশ্য:

জেলা পর্যায়ে স্থানীয় চাহিদানির্ভর উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রকল্প সুপারিশ ও বাস্তবায়ন তদারকির জন্য জেলা পরিকল্পনা সেল গঠন।

প্রভাব:

স্থানীয় উন্নয়ন চাহিদা সুনির্দিষ্টভাবে জাতীয় পরিকল্পনায় প্রতিফলিত হবে; বাস্তবায়নের গতিশীলতা বাড়বে।

সহযোগী সংস্থা:

জেলা প্রশাসন

পাইলটিং:

গাজীপুর (পরবর্তীতে ৬৪ জেলায় সম্প্রসারণ)।

মূল্যায়ন:

গঠিত জেলা সেলের সংখ্যা, জেলা পর্যায়ে সুপারিশকৃত প্রকল্পের হার, জাতীয় পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত স্থানীয় প্রকল্পের সংখ্যা এবং জেলা পরিকল্পনা সভার কার্যকারিতা ও বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন।

মূল দায়িত্ব: প্রধান, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন

৩.১ ক্রস-সেক্টরাল প্ল্যানিং সেল গঠন

প্রেক্ষাপট:

বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় একাধিক মন্ত্রণালয় ও সংস্থার সমন্বয় প্রয়োজন হয়। বর্তমানে খাতভিত্তিক পরিকল্পনা প্রায়শই বিচ্ছিন্নভাবে প্রণীত হয়, ফলে সম্পদের অপচয় ও লক্ষ্যভ্রষ্টতা দেখা দেয়। ক্রস-সেক্টরাল প্ল্যানিং সেল গঠনের মাধ্যমে সমন্বিত পরিকল্পনা, নীতি সমন্বয় ও যৌথ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন নিশ্চিত হবে।

উদ্দেশ্য:

বিভিন্ন খাতের মধ্যে সমন্বয় জোরদার করে, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সমন্বিত উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন।

প্রভাব:

নীতিগত সমন্বয় বৃদ্ধি, প্রকল্প বাস্তবায়নের গতি ত্বরান্বিত, পুনরাবৃত্তি এড়ানো এবং সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে টেকসই উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

সহযোগী সংস্থা:

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের পরিকল্পনা উইং, ERD, অর্থ মন্ত্রণালয়, BBS, সংশ্লিষ্ট গবেষণা সংস্থা।

মূল্যায়ন:

আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠকের সংখ্যা ও কার্যকারিতা, যৌথ প্রকল্পের হার বৃদ্ধি, পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সময়সীমা হ্রাস এবং বাজেট অপচয় হ্রাসের পরিমাণ।

মূল দায়িত্ব: কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন

সময়সীমা: অক্টোবর ২০২৫-অক্টোবর ২০২৬

৩.৪ কেন্দ্রীয় ডাটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার স্থাপন

প্রেক্ষাপট:

বর্তমানে পরিকল্পনা, বাজেট ও প্রকল্প মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজনীয় উপাত্ত বিভিন্ন সংস্থায় ছড়ানো ছিটানো অবস্থায় থাকে। একক কেন্দ্রীয় তথ্যভাণ্ডার না থাকায় তথ্য বিশ্লেষণ জটিল হয় এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে দেরি হয়। উপাত্তের অভিন্নতা, নির্ভরযোগ্যতা ও প্রাপ্তির সুযোগ সীমিত।

উদ্দেশ্য:

একটি একীকৃত, নিরাপদ ও আপডেটযোগ্য কেন্দ্রীয় ডাটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার গড়ে তোলা, যেখানে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট সকল উপাত্ত সংরক্ষিত থাকবে।

প্রভাব:

ডেটা-ভিত্তিক পরিকল্পনা, দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, এবং বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নে স্বচ্ছতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।

সহযোগী সংস্থা:

আইসিটি সেল, পরিকল্পনা বিভাগ।

মূল্যায়ন:

সংযুক্ত ডাটাসেটের সংখ্যা, তথ্য আপডেটের গড় হার, ব্যবহারকারী মন্ত্রণালয় ও সংস্থার সংখ্যা এবং তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদাহরণ।

মূল দায়িত্ব: মহাপরিচালক. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS)

সময়সীমা: অক্টোবর ২০২৫-অক্টোবর ২০২৬

৪. পলিসি রিফর্ম (Policy Reform)

৪.১ ভূমি অধিগ্রহণ আইন বনাম উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন টাইমলাইন সংক্রান্ত SOP প্রণয়ন

প্রেক্ষাপট:

বাংলাদেশে অবকাঠামো ও উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ ভূমি অধিগ্রহণের দীর্ঘসূত্রতা। বিদ্যমান ভূমি অধিগ্রহণ আইন, প্রক্রিয়া ও প্রকল্প বাস্তবায়ন সময়সূচির মধ্যে সমন্বয়ের অভাবের ফলে প্রকল্প বিলম্বিত হয়, ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং উন্নয়নের গতি ব্যাহত হয়। সমন্বিত SOP এই সমস্যা সমাধান করতে পারে।

উদ্দেশ্য:

ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া ও উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন সময়সূচি সমন্বিত করার জন্য একটি স্পষ্ট, কার্যকর ও বাস্তবসম্মত SOP তৈরি করা।

প্রভাব:

প্রকল্প সময়মতো শুরু ও সমাপ্তি নিশ্চিত হবে, খরচ কমবে, আইনি জটিলতা হ্রাস পাবে এবং জনগণ দ্রুত উন্নয়ন সেবা পাবে।

সহযোগী সংস্থা:

পরিকল্পনা কমিশন।

মূল্যায়ন:

ভূমি অধিগ্রহণে সময় হ্রাস, প্রকল্প বিলম্বের সংখ্যা হ্রাস এবং সংশোধিত বিধির কার্যকারিতা মূল্যায়ন প্রতিবেদন।

মূল দায়িত্ব: ভূমি মন্ত্রণালয়

সময়সীমা: অক্টোবর ২০২৫-মার্চ ২০২৬

৪.২ সরকারি ও উন্নয়ন খাতের পারফরম্যান্স মূল্যায়ন ব্যবস্থায় সামঞ্জস্য আনার লক্ষ্যে গাইড লাইন প্রণয়ন

প্রেক্ষাপট:

সরকারি কর্মচারীর বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন (ACR/APAR) এবং প্রকল্পভিত্তিক কর্মকৃত্তির মূল্যায়নের মধ্যে কোন সমন্বয় না থাকায় কর্মদক্ষতার প্রকৃত চিত্র পাওয়া যায় না। প্রকল্পভিত্তিক কর্মকৃতির মূল্যায়ন বিশেষত Annual Confidential Report (ACR) এ সমন্বিত না হওয়ায় প্রকৃত কর্মদক্ষতা ও অগ্রগতি সঠিকভাবে পরিমাপ করা কঠিন হচ্ছে।

উদ্দেশ্য:

সরকারি ও উন্নয়ন খাতের পারফরমেন্স মূল্যায়ন পদ্ধতিতে, বিশেষ করে প্রকল্পভিত্তিক কর্মকৃতির Annual Confidential Report (ACR)-এর সঙ্গে সামঞ্জস্য নিশ্চিত করার জন্য একটি গাইডলাইন প্রণয়ন করা।

প্রভাব:

প্রকল্পভিত্তিক কর্মদক্ষতার স্বচ্ছ ও নির্ভুল মূল্যায়ন সম্ভব হবে, কর্মকর্তাদের অবদান স্পষ্ট হবে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া উন্নত হবে এবং উন্নয়ন কার্যক্রমের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাবে। দক্ষতার ভিত্তিতে পদোন্নতি ও পুনরায় নিয়োগ সহজ হবে।

সহযোগী সংস্থা:

সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়

মূল্যায়ন:

যৌথ মূল্যায়ন কাঠামোর উন্নয়ন, কর্মদক্ষতার স্কোর ব্যবহারের হার এবং দক্ষ কর্মীর পুনর্বিন্যাসের সংখ্যা।

মূল দায়িত্ব: জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

সময়সীমা: অক্টোবর ২০২৫-মার্চ ২০২৬

৪.৩ পরিবেশবান্ধব প্রকল্প অগ্রাধিকার নীতি

প্রেক্ষাপট:

বর্তমানে প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় পরিবেশগত ঝুঁকি বা টেকসই উন্নয়নের বিষয়টি যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয় না। জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক সম্পদের অবক্ষয় ও কার্বন নিঃসরণ কমাতে পরিবেশবান্ধব প্রকল্পে বিনিয়োগ প্রয়োজন, যা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

উদ্দেশ্য:

পরিবেশবান্ধব, টেকসই ও সবুজ প্রযুক্তিনির্ভর প্রকল্পগুলোকে অনুমোদনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া এবং আলাদা স্কোরিং বা মূল্যায়ন কাঠামো তৈরি।

প্রভাব:

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG), জলবায়ু চুক্তি ও গ্রিন অর্থনীতির লক্ষ্য অর্জনে প্রকল্প বিনিয়োগ কার্যকর হবে। পরিবেশ সংরক্ষণ ও প্রতিবেশ উন্নয়নে সরকারি ব্যয় ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

মূল দায়িত্ব:

অনুবিভাগ প্রধান, বন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ অনুবিভাগ, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন।

পাইলটিং:

কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন।

সহযোগী সংস্থা:

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।

মূল্যায়ন:

অনুমোদিত প্রকল্পে গ্রিন স্কোর অন্তর্ভুক্তির হার, পরিবেশবান্ধব প্রকল্পের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং EIA/IEE ভিত্তিক প্রকল্প মূল্যায়নের হার।

সময়সীমা: অক্টোবর ২০২৫-মার্চ ২০২৬

৪.৪ নতুন প্রকল্প গ্রহণে জনমত ও নাগরিক পরামর্শ নীতি

প্রেক্ষাপট:

বাংলাদেশে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের প্রক্রিয়ায় জনসাধারণ ও সংশ্লিষ্ট নাগরিক গোষ্ঠীর মতামত খুব কমই অন্তর্ভুক্ত হয়। ফলে প্রকল্পগুলো অনেক সময় বাস্তব প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না। অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা জনগণের প্রয়োজন অনুযায়ী প্রকল্প নির্ধারণে সহায়ক হতে পারে।

উদ্দেশ্য:

প্রকল্প গ্রহণে জনগণের মতামত ও স্থানীয় অংশীজনদের পরামর্শ অন্তর্ভুক্ত করে প্রকল্পের বাস্তবতা ও গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করা।

প্রভাব:

নাগরিক অংশগ্রহণ বাড়বে, প্রকল্পের দক্ষতা ও কার্যকারিতা বাড়বে, এবং প্রকল্প ব্যর্থতার হার কমবে।

মূল দায়িত্ব:

কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন।

পাইলটিং:

গাজীপুর

সহযোগী সংস্থা:

জেলা প্রশাসন।

মূল্যায়ন:

জনমত গ্রহণের হার, অংশগ্রহণকারীদের সন্তুষ্টি, প্রকল্প গ্রহণের পর সংশোধন হার ও বাস্তবায়ন সফলতার অনুপাতে মূল্যায়ন করা হবে।

সময়সীমা: অক্টোবর ২০২৫-মার্চ ২০২৬

বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের অন্যান্য সংস্কার উদ্যোগ

সরকার-বেসরকারি অংশীদারিত্বে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে ফাস্ট-ট্র্যাক পদ্ধতি চালু

পরিকল্পনা কমিশনের ইনস্টিটিউশনাল ক্যাপাসিটি বিল্ডিং

জেলা পরিকল্পনা সেল গঠন ও তৃণমূল পর্যায়ে পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতকরণ

ফিজিবিলিটি স্টাডির অর্থ বরাদ্দের এখতিয়ার পরিকল্পনা পরিকল্পনা কমিশনে ন্যস্তকরণ

প্রকল্প পরিচালকের সম্মানি ভাতা চালুকরণ

পরিকল্পনা কমিশন ও অর্থ বিভাগের মধ্যকার অর্থ ছাড় নির্দেশনার সামঞ্জস্যতা নিশ্চিতকরণ

প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় সমন্বয় সেল গঠন

পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিষয়ে দক্ষ রিসোর্স সেল গঠন

উপসংহার:

বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন দীর্ঘমেয়াদি ও টেকসই উন্নয়নের রূপকল্প বাস্তবায়নে বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক, নীতিগত ও প্রক্রিয়াগত সংস্কার গ্রহণ করেছে। তবে এসব সংস্কারের সফলতা নির্ভর করছে সমন্বিত বাস্তবায়ন, প্রযুক্তি ব্যবহার, দক্ষ মানবসম্পদ এবং জবাবদিহিমূলক কাঠামোর ওপর। এ জন্য প্রয়োজন ধারাবাহিকতা, রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও প্রশাসনিক সক্ষমতা।

পাইলট উদ্যোগ:

গ্রামীণ রাস্তার ইউনিক আইডি প্রদান

সেপ্টেম্বর ২০২৫ হতে জানুয়ারি ২০২৬

গভর্নেন্স সমস্যার বর্ণনা (Problem Identification):

গর্ভনেন্স সমস্যার বর্ণনা:

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় গ্রামীণ এইচবিবি রাস্তা করে থাকে এবং স্থানীয় সরকার বিভাগ এ ধরণের গ্রামীণ রাস্তা তৈরি করে থাকে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্মিত রাস্তাগুলোর কোন ডাটাবেস কিংবা ইউনিক আইডি নেই। ফলে কোন রাস্তা কত সালে তৈরি করা হয়েছে অথবা স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক কবে তৈরি করা হয়েছে তার কোন তথ্য থাকে না। পরিকল্পনা কমিশনে যখন ডিপিপি প্রেরণ করা হয় তখন ইউনিক আইডি না থাকার কারণে যাচাই বাছাই করে দ্বৈততা পরিহার করা সম্ভব হয় না।

ফলাফল:

সরকারি অর্থের অপচয় হয়, দুর্নীতি ও স্বচ্ছতার অভাব থাকে। স্থানীয় প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট দফতরের মধ্যে সমন্বয়হীনতা পরিলক্ষিত হয় যা প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

সংস্কার উদ্যোগের বর্ণনা (Wayout & Result):

১। এই উদ্যোগের মাধ্যমে প্রতিটি গ্রামীণ রাস্তার জন্য একটি ইউনিক আইডি প্রদান করা হবে:

২। রাস্তার অবকাঠামো, অবস্থান নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য ডিজিটাল প্লাটফর্মের অন্তর্ভুক্ত করবে।

৩। স্থানীয় প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় নিশ্চিত করবে।

৪। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

৫। পাইলট প্রকল্পটি তাদেরকে কিভাবে কাজে লাগানো হবে এবং বাস্তবায়নের সাথে কারা কারা সম্পৃক্ত হবে তা নিশ্চিত করতে হবে।

৬। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ইউনিক আইডি তৈরি করবে এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় তা তদারকি এবং নীতি নির্ধারণে নেতৃত্ব দিবে।

৭। স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত আইডির সাথে যাচাই করলে দ্বৈততা পরিহার হবে।

৮। আইটি বিভাগ ও ডেটা বিশ্লেষক, ইউনিক আইডি সিস্টেমের ডিজাইন, ডেটাবেস পরিচালনা ও রিয়েল টাইম আপডেট নিশ্চিত করবে।

৯। স্থানীয় পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, স্থানীয় ঠিকাদার/ রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ কমিটি, স্থানীয় জনগণ/ সামাজিক সংগঠন সকলে মিলে কাজটি সম্পন্ন করবে।

ফলাফল: এ কার্যক্রমের মাধ্যমে সরকারি ব্যয়ের দক্ষতা বাড়বে, স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে এবং উন্নয়ন কর্মকান্ডের মান বৃদ্ধি পাবে।

সংস্কার উদ্যোগের প্রস্তাবিত পরিসংখ্যান:

(ক) পাইলট সংস্কার উদ্যোগের শিরোনাম: গ্রামীণ রাস্তার ইউনিক আইডি

(খ) কোন প্রতিষ্ঠান উদ্যোগটি বাস্তবায়ন করবে: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

(গ) কোথায় পাইলটিং হবে এবং পাইলটিং বিবেচনায় যৌক্তিকতা: সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলা। সিরাজগঞ্জ একটি নদী বিধৌত এলাকা যেখানে বন্যা ও নদী ভাঙ্গন একটি সাধারণ সমস্যা এ কারণে রাস্তা ব্যবস্থাপনায় বিশেষ চ্যালেঞ্জ থাকে যা ইউনিক আইডি দিয়ে ট্র্যাকিং এর মাধ্যমে সমাধান যোগ্য। এখানে বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রকল্পের কার্যকারিতা যাচাই করা সহজ হবে এবং ভবিষ্যতে জাতীয় পর্যায়ে সম্প্রসারণের জন্য একটি মডেল তৈরি হবে।

(ঘ) পাইলটিং কখন শুরু এবং কখন সমাপ্ত হবে: সেপ্টেম্বর ২০২৫ হতে জানুয়ারি ২০২৬

(ঙ) পাইলটিং এর ফলে কতজন ব্যক্তির কী উপকার হবে এবং কী পরিমাণ অর্থের সাশ্রয় হবে: স্থানীয় জনগণ, উপজেলা প্রশাসন, ইউনিয়ন পরিষদ, স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তর, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, উন্নয়ন সহযোগী/ দাতাসংস্থা এবং সরকার। ধরা যাক, সিরাজগঞ্জ সদরে প্রতি বছর ৫০ কোটি টাকা গ্রামীণ সড়ক উন্নয়নে বরাদ্দ দেয়া হয়। যেখানে ১০% অপচয় বন্ধ হলে বছরে ৫ কোটি টাকা সাশ্রয় করা সম্ভব হবে। রক্ষণাবেক্ষণ খাতে অনিয়ম হ্রাস পেলে ২.৫ কোটি সাশ্রয় হবে।

ভবিষ্যতে জাতীয় পর্যায়ে এটি সম্প্রসারিত হলে শতশত কোটি টাকা সাশ্রয় ও উন্নয়ন সমন্বয়ে বিপ্লব ঘটবে।

পাইলট বাস্তবায়নের সাথে কারা-কারা সম্পৃক্ত হবেন এবং তাদেরকে কীভাবে কাজে লাগানো যাবে:

পরিকল্পনা কমিশন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, এলজিইডি (LGED), জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের এলজিইডি প্রকৌশলী।

- প্রতিটি রাস্তা জিও-ট্যাগ করে ডাটাবেজে ইউনিক আইডি যুক্ত করা।
- রাস্তার বর্তমান অবস্থা (ছবি, দৈর্ঘ্য, রক্ষণাবেক্ষণ অবস্থা) ডিজিটালি সংরক্ষণ।
- মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের ট্যাব/মোবাইল ডিভাইস সরবরাহ করে সরাসরি আপডেট নেয়ার ব্যবস্থা।

এ কাজে সরকারি বরাদ্দ এবং উন্নয়ন অংশীদারদের নিকট থেকে ফান্ড সংগ্রহ করতে হবে।

পাইলট সংস্কার বাস্তবায়নে বিভিন্ন ধরণের রিসোর্স কীভাবে কী প্রয়োজনে কাজে লাগানো হবে:

রিসোর্সগুলো হবে ৩ ধরণের:

১- মানবসম্পদ

মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, স্থানীয় পর্যায়ের মাঠকর্মী, আইটি বিশেষজ্ঞ

স্বেচ্ছাসেবক ও স্থানীয় জনগণকে ট্রেইনিং দিয়ে ডেটা সংগ্রহে যুক্ত করা যাবে।

২ - প্রযুক্তিগত রিসোর্স

মোবাইল অ্যাপ ও ওয়েব পোর্টাল

GPS / GIS ম্যাপিং টুল

৩- আর্থিক রিসোর্স

সরকারি বরাদ্দ

উন্নয়ন অংশীদার (UNDP, World Bank, JICA ইত্যাদি) থেকে ফান্

কাজে লাগানোর উপায়:

প্রতিটি রাস্তা জিও-ট্যাগ করে ডাটাবেজে ইউনিক আইডি যুক্ত করা।

রাস্তার বর্তমান অবস্থা (ছবি, দৈর্ঘ্য, রক্ষণাবেক্ষণ অবস্থা) ডিজিটালি সংরক্ষণ।

মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের ট্যাব/মোবাইল ডিভাইস সরবরাহ করে সরাসরি আপডেট নেয়ার ব্যবস্থা।

সংস্কার উদ্যোগটি সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিস্তারিত কার্যক্রম :

কার্যক্রম	কে বাস্তবায়ন করবে	নির্ধারিত সময়	সমন্বয়ের বিষয়/মন্তব্য
১. পাইলট প্রকল্পের পরিকল্পনা ও নীতিমালা প্রণয়ন	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	১ মাস	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের মতামত গ্রহণ করে চূড়ান্তকরণ প্রয়োজন
২. পাইলট এলাকা নির্বাচন ও রাস্তার তালিকা প্রাথমিক যাচাই	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (UNO), প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	১ মাস	স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও LGED সম্পৃক্ত করতে হবে
৩. রাস্তার ডেটা সংগ্রহ (GPS, দৈর্ঘ্য, অবস্থা, ছবি)	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার টিম	১ মাস	LGED ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সহায়তা প্রয়োজন
৪. ইউনিক আইডি ও ডাটাবেস তৈরি	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	১ মাস	সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে
৫. পাইলট ডাটাবেস উদ্বোধন ও পরীক্ষা	পরিকল্পনা কমিশন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	১৫ দিন	কারিগরি বিশেষজ্ঞ ও তথ্য প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের সম্পৃক্ততা প্রয়োজন
৬. গেজেট প্রকাশ	বিজি প্রেস	১৫ দিন	সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সম্মিলিত যাচাই-বাছাই শেষে প্রকাশ নিশ্চিত করতে হবে

পাইলট সংস্কার উদ্যোগটি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, এর বন্ধ হওয়া রোধ করা, অভীষ্ট গ্রুপের নিকট এটিকে জনপ্রিয় করা, মনিটরিং কার্যক্রম এবং এর রেপ্লিকেট/রোলিং আউটসহ টেকসইকরণ বিষয়ে কী-কী কৌশল গ্রহণ করা হবে

গ্রামীণ রাস্তার ইউনিক আইডি পাইলট সংস্থার বাস্তবায়নে সফলতা নিশ্চিত করতে হলে বিভিন্ন ধরণের সম্পদ যথাযথভাবে সংগ্রহ, ব্যবহার ও সমন্বয় করা জরুরী।

অগ্রগতি ও জনপ্রিয়করণ কৌশল

- স্থানীয় পর্যায়ে কমিউনিটি মোবিলাইজেশন
- রাস্তার ইউনিক আইডির মাধ্যমে রক্ষণাবেক্ষণের সুবিধা তুলে ধরা
- সোশ্যাল মিডিয়া/ স্থানীয় গণমাধ্যমে প্রচার

মনিটরিং কৌশল

- রিয়েল-টাইম ড্যাশবোর্ড
- স্থানীয় কমিটি ও তৃতীয় পক্ষের যৌথ মনিটরিং
- ইউজার ফিডব্যাক মেকানিজম

বন্ধ হওয়া রোধ

- পাইলট শেষ হওয়ার পর বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত
- আইনগত কাঠামোর মাধ্যমে স্থায়িত্ব দেওয়া
- উন্নয়ন সহযোগী ও বেসরকারি অংশীদারদের সম্পৃক্ত রাখা

রেপ্লিকেশন ও রোলিং আউট

- পাইলটের সাফল্যের ভিত্তিতে অন্যান্য জেলায় স্কেল আপ
- কেন্দ্রীয় ডেটাবেজকে ন্যাশনাল রোড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের সাথে ইন্টিগ্রেশন

টেকসইকরণ

- সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে দায়িত্ব প্রদান
- ICT প্ল্যাটফর্মের রক্ষণাবেক্ষণ ফান্ড তৈরি
- নিয়মিত আপডেট ও ট্রেনিং

118th Senior Staff Course

Enabling RIOs to Bring Changes through Leadership

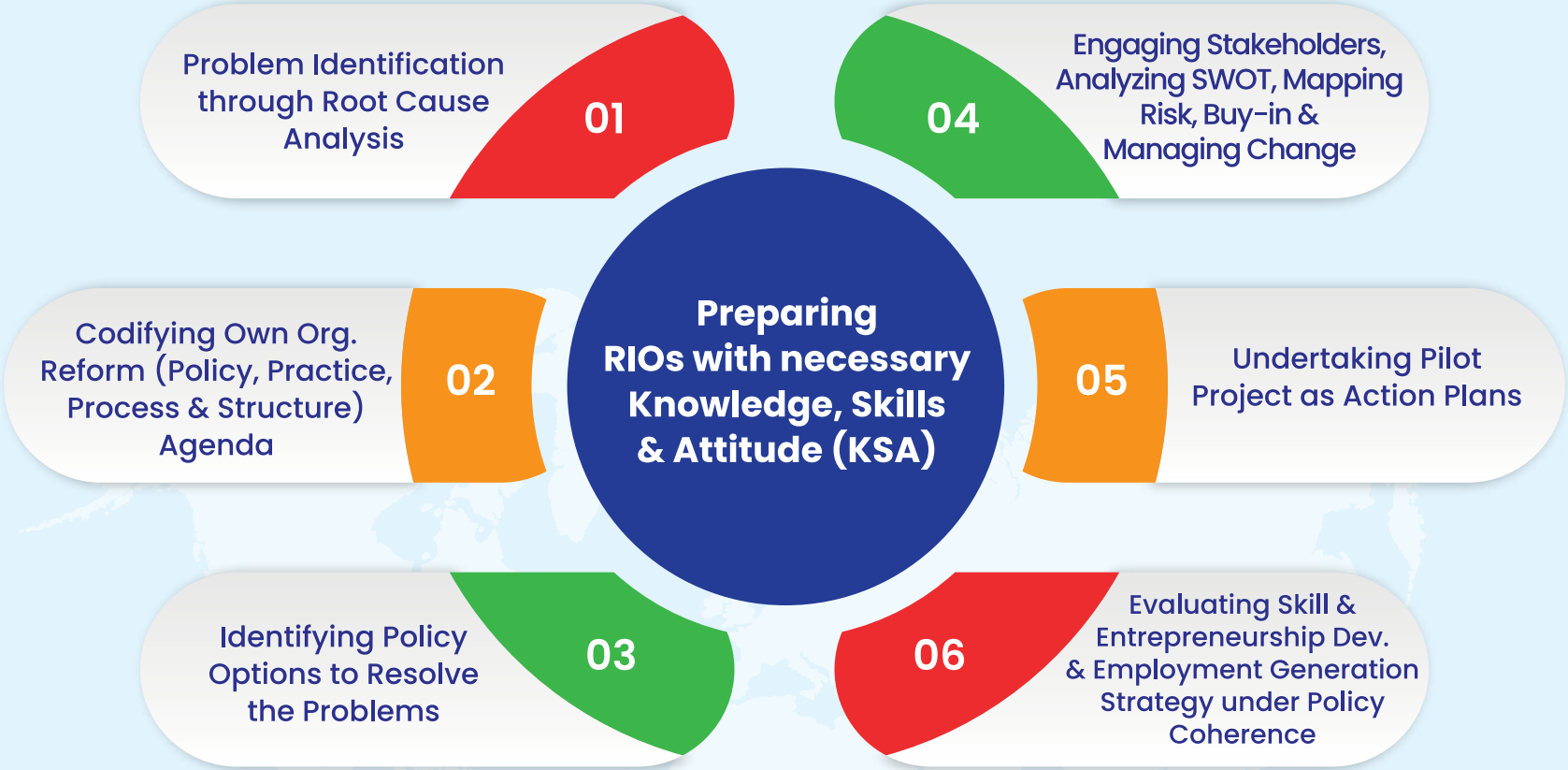

"A civil servant's signature is not power—it is responsibility"

BPATC

বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন